65

দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

কম্পিউটারে পরীক্ষার ফল

দু'বছর ধরে কম্পিউটারে পরীক্ষার ফল প্রকাশ শুরু হয়েছে। দুর্নীতির প্রশ্নে নিশ্ছিদ্র করার জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। প্রাথমিক পর্যায়ে এ পদ্ধতি চালু করতে গেলে কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে তাও একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। আবার নানা কারণে ইতিপূর্বেও কোন কোন কেন্দ্রের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ বন্ধ ছিল না তাও নয়। নানা কারণে অনেক কেন্দ্রের পরীক্ষার ফলাফল বন্ধ থেকেছে এ'কথাও সত্য।

কিন্তু এ বন্ধ হবার প্রক্রিয়াটি যেন কিছুটা ঘোরালো হয়ে উঠেছে এবার। এবার কোন বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফলই এক কিস্তিতে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কিস্তিতে কিস্তিতে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে গিয়ে মেধা তালিকারও পরিবর্তন করতে হয়েছে এবং সর্বশেষ মেধা তালিকা পরিবর্তন করতে হয়েছে যশোর বোর্ডের মাত্র সপ্তাহখানেক পূর্বে। আর এই বিলম্বের কারণও কিন্তু অতীতের মত নয়।

অতীতে রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পরীক্ষার প্রবেশপত্রের গোলমাল বা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য ফলাফল বন্ধ থাকত। আর সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পরীক্ষাকেন্দ্রের কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে পূর্ব ধারণা থাকত। তাই এ সকল পরীক্ষাকেন্দ্রের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ স্থগিত থাকলে তেমন কোন অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিত না।

কিন্তু এখন ঘটনা ঘটছে যান্ত্রিক কারণে। বলা হচ্ছে উত্তরপত্র সঠিকভাবে পূরণ না হওয়ার কারণে বিভ্রান্তি হচ্ছে। কম্পিউটার কর্তৃপক্ষ আরো বলছেন, এ জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী বিভিন্ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই। আর বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলছেন ভিন্ন কথা।

তবে, এ ব্যাপারে যে পক্ষই দায়ী হোন না কেন ছাত্র–ছাত্রী এবং অভিভাবকেরা এ ব্যাপারে একেবারেই অন্ধকারে থাকছেন। তাই পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত হলে এর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে মারাত্মক। যে ছাত্র বা ছাত্রটির মেধা তালিকায় থাকার কথা তার পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত থাকলে বা কোথাও তার নম্বর না থাকলে মানসিক বিপর্যয় হওয়াই স্বাভাবিক। এবং পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত থাকার কারণ জানার পূর্বেই দুঃখজনক যে কোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এ রকম উদাহরণও অতীতে কম নেই।

তাই সকল মহলের আবেদন যে সকল বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং কম্পিউটার কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আরো সতর্ক হবেন। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ বিলম্বিত হলেও আপত্তি নেই। তবু আধা–সিকি বা শতকরা একভাগও বাকি রেখে যেন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা না হয়।